নাগরিক সম্মেলন ২০১৭

বাংলাদেশে এসডিজি বাস্তবায়ন

কাউকে পেছনে রাখা যাবে না

৬ ডিসেম্বর ২০১৭

Citizen's Platform for SDGs, Bangladesh

এসডিজি বাস্তবায়নে নাগরিক প্ল্যাটফর্ম, বাংলাদেশ

সমান্তরাল অধিবেশন (৪)

সুশাসন প্রসঙ্গ

কৃষিবিদ ইন্সটিটিউশন বাংলাদেশ, ঢাকা

নাগরিক সম্মেলন ২০১৭: বাংলাদেশে এসডিজি বাস্তবায়ন
৬ ডিসেম্বর ২০১৭
কৃষিবিদ ইন্সষ্টিটিউশন, খামারবাড়ি, ঢাকা

টেকসই উন্নয়ন অভিষ্ট এবং সমতলের আদিবাসীদের অধিকার: বিদ্যমান বাস্তবতা এবং করনীয়

মোঃ মোজাহিদুল ইসলাম নয়ন
প্রোগ্রাম কোঅর্ডিনেটর, হেকস/ইপার

HEKS EPER

সমতলের আদিবাসী, তাদের আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক বাস্তবতা

পার্বত্য চট্টগ্রাম ছাড়া বাংলাদেশের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলসহ দেশের বিভিন্ন অংশে বিরাট সংখ্যক আদিবাসী জনগোষ্ঠীর বাস যারা সমতলের আদিবাসী হিসেবে পরিচিত।

এই অঞ্চলসমূহে বসবাসকারী আদিবাসীদের মধ্যে শাঁওতাল, ওঁরাও, কোচ, মুন্ডা, মাহাতো, ডালু, মাহালী, পাহান, পাড়াড়িয়া, তুরি, রাজবংশী, রাই, পাত্র অন্যতম।

প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় থেকে প্রকাশিত ‘‘ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর জন্য গৃহিত উন্নয়ন কর্মসূচি’’ তে সমতলের আদিবাসী মানুষের সংখ্যা ২০১১ সালের জাতীয় জারিপ অনুযায়ী উল্লেখ করা হয়েছে ১৫ লক্ষ ৮৬ হাজার এর কিছু বেশী। যেখানে ২৪টি ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর নাম উল্লেখ করা হয়েছে।

কিন্ত আদিবাসী সংগঠন এবং এ সংক্রান্ত অনেক গবেষক বলে থাকেন এই সংখ্যাটি সরকারি হিসেবের থেকে অনেক বেশী। ১৯৯১ ও ২০০১ জারিপকে ভিত্তি ধরে উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের মোট জনসংখ্যার ১.৫% হলো আদিবাসী যারা মোট আদিবাসী সংখ্যার ২৫.৭৭%।

সমতলের আদিবাসীদের প্রধান পেশা এখনও কৃষি। যাদের ভূমি আছে তারা কৃষি উৎপাদনের সাথে যুক্ত আর যারা ভূমিহীন তারা মূলত কৃষি শ্রমিক হিসেবে কাজ করে। এছাড়া পশুপালন, বাঁশ-বেতের কাজ করে জীবিকা নির্বাহ করে। তবে সাম্প্রতিক সময়ে তাদের জীবিকায়নেও বৈচিত্র্যের ছোঁয়া লেগেছে।

সমতলের আদিবাসীরা যেহেতু পাহাড়ের আদিবাসীদের মতো একটি নির্দিষ্ট এলাকায় বসবাস করে না তাই তাদের রাজনৈতিকভাবে সংগঠিত হওয়াও একটি বড় চ্যালেঞ্জ।

যার অনির্বার্য ফল হিসেবে দেখা যায় সমতলের আদিবাসীরা রাজনৈতিকভাবে তেমন কোথাও প্রতিনিধিত্ব করতে পারছে না। জাতীয় সংসদসহ কোথাও তাদের পক্ষের কোনো প্রতিনিধি নেই বলেই চলে।

সাংবিধানিক ও আইনী অধিকার ও এসডিজি

বাংলাদেশ সংবিধানের ২৬(১)"এই ভাগের বিধানাবলীর সহিত অসামঞ্জস্য সকল প্রচলিত আইন যতখানি অসামঞ্জস্যপূর্ণ, এই সংবিধান প্রবর্তন হইতে সেই সকল আইনের ততখানি বাতিল হইয়া যাইবে" এবং ২৬(২)-এ বলা হয়েছে, "রাষ্ট্র এই ভাগের কোন বিধানের সহিত অসামঞ্জস্য কোন আইন প্রণয়ণ করিবেন না। এবং অনুরূপ কোন আইন প্রণীত হইলে তাহা এই ভাগের কোন বিধানের সহিত যতখানি অসামঞ্জস্যপূর্ণ, ততখানি বাতিল হইয়া যাইবে।"
২৭ এ বলা হয়েছে সকল নাগরিক আইনের দৃষ্টিতে সমান এবং আইনের সমান আশ্রয় লাভের অধিকারী।

২৮ (১) বলা হয়েছে-কেবল ধর্ম, গোষ্ঠী, বর্ণ, নারী-পুরুষভেদ বা জন্মস্থানের কারণে কোন নাগরিকের প্রতি রাষ্ট্র বৈষম্য প্রদর্শণ করিবেন না।

২৯ (১) প্রজাতন্ত্রের কর্মে নিয়োগ বা পদ লাভের ক্ষেত্রে সকল নাগরিকের জন্য সুযোগের সমতা থাকিবে। (২) কেবল ধর্ম, গোষ্ঠী, বর্ণ, নারী-পুরুষভেদ বা জন্মস্থানের কারণে কোন নাগরিক প্রজাতন্ত্রের কর্মে নিয়োগ বা পদ লাভের অযোগ্য হইবেন না কিংবা সেই ক্ষেত্রে তাহার প্রতি বৈষম্য প্রদর্শণ করা যাইবে না।

এয়াড়া সর্বজনীন মানবাধিকার সনদ-১৯৪৮, সামাজক ও রাজনৈতিক কনভেনশন-১৯৬৬, সামাজিক-সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক অধিকার সনদ-১৯৬৬, জাতিসংঘ শিশু অধিকার সনদ সহ সকল জাতীয় আন্তর্জাতিক দলিলে মানুষের সমানাধিকার ঘোষিত হয়েছে।

অধিকার সমুন্নত রাখতে এসডিজি

১. দারিদ্র্য বিমোচন, ২. ক্ষুধা মুক্তি, ৩. সুস্বাস্থ্য, ৪. মানসম্মত শিক্ষা, ৫. জেন্ডার সমতা, ৬. সুপেয় পানি ও পয়:নিস্কাশন ব্যবস্থা, ৭. নবায়নযোগ্য ও আধুনিক জ্বালানী, ৮. কর্মসংস্থান ও অর্থনীতি, ৯. উদ্ভাবন ও উন্নত অবকাঠামো, ১০. বৈষম্য হ্রাস, ১১. টেকসই নগর ও মানব বসতি, ১২. সম্পদের দায়িত্বপূর্ণ ব্যবহার, ১৩. জলবায়ু বিষয়ে পদক্ষেপ, ১৪. সামুদ্রিক সম্পদ সংরক্ষণ ও টেকসই ব্যবহার, ১৫. ভূমির টেকসই ব্যবহার, ১৬. শান্তি, ন্যায়বিচার ও কার্যকর প্রতিষ্ঠান ও ১৭. টেকসই উন্নয়নের জন্য অংশীদারিত্ব।

এত সকল অধিকার সত্ত্বেও সমতলের আদবাসীদের বিদ্যমান বাস্তবতা

পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন ও অধিকার প্রতিষ্ঠায় সরকারের চলমান উন্নয়ন নীতিতে অনেক বিশেষ কর্মসূচি রয়েছে। তারমধ্যে অন্যতম হলো সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি। এছাড়া দরিদ্র মানুষের জীবন ধারনের জন্য যে সকল সরকারি সেবাখাত রয়েছে তার মধ্যে শিক্ষা, স্বাস্থ্য, পয়:নিস্কাষণ অন্যতম। কিন্ত এখানে রয়েছে মূলধারার মানুষের সাথে তাদের বিস্তর ফারাক।

আমরা ৪০ হাজারের অধিক পরিবারের সাথে কাজের অভিজ্ঞতা থেকে উক্ত বিষয়ে যে বাস্তবতা তার কিছু নমুনা তুলে ধরছি।

ভূমি, ---শিক্ষা, -----স্বাস্থ্য,---- কর্মসংস্থান, -----ঋণ প্রাপ্তি

প্রভৃতি ক্ষেত্রে আদিবাসীদের প্রবেশাধিকার একেবারের সীমিত বলা চলে। বিশেষ করে উল্লেখ করতে হয় যে, সরকারি বরাদ্দ ও সুনির্দিষ্ট কর্মসূচি অনেক ক্ষেত্রে থাকলেও সুশাসনের অভাবে আদিবাসীরা তাদের অধিকার ও ন্যায্যহিস্যা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে।

টেকসই অভিষ্ট অর্জনে এবং প্রান্তিক মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠায় করনীয়

সরকারের তরফ থেকে করনীয়

- সমতলের আদিবাসীরা বাংলাদেশের যে কোনও জনগোষ্ঠীর থেকে পিছিয়ে আছে। তাদের এই পশ্চাৎপদতা বহুমূখীও বটে। ফলে তাদের সাংবিধানিক অধিকারকে সমুন্নত রাখতে সরকারি বিশেষ উদ্যোগের বিকল্প নেই।

- সরকারি শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও অন্যান্য সেবামূলক প্রতিষ্ঠানে আদিবাসীদের জন্য বিশেষ উদ্যোগ, কোটা পদ্ধতি প্রবর্তন ও বিশেষ নীতিমালা গ্রহণ করতে হবে। যাতে করে আদিবাসীরা বিশেষ ঐসকল সুবিধা নিয়ে মূলস্রোতধারার মানুষের সাথে এক কাতারে সামিল হতে পারে।

- স্থানীয় সরকার ও রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানে আদিবাসীদের এগিয়ে নিতে বিশেষ কোটা সংরক্ষণ করা প্রয়োজন। যাতে করে যারা ক্ষমতাকাঠামোয় যুক্ত হয়ে নিজেদের দাবী-দাওয়াগুলো তুলে ধরতে পারে। যা সূদূরপ্রসারী পরিবর্তনের সূচনা করবে।

- সমতলের আদিবাসীদের জন্য সরকারি পর্যায়ে বিশেষায়িত প্রতিষ্ঠান ও প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো গড়ে তোলা। যাতে করে বিশেষ বিশেষ উদ্যোগ বাস্তবায়ন করার মাধ্যমে এসডিজি'র যে মূলসুর -কাউকে পেছনে রাখা যাবে না তা প্রতিপালিত হতে পারে।

বেসরকারি/এনজিও প্রতিষ্ঠানের পক্ষে করনীয়

- এনজিওরা নতুন নতুন কার্যক্রম গ্রহণের মাধ্যমে আদিবাসীদের জন্য উদ্ধাবনী কাজের নজির সৃষ্টি করতে পারে।

- আদিবাসী অধ্যুষিত এলাকাসমূহে স্থানীয় কমিউনিটি ভিত্তিক সংগঠন গড়ে তোলা এবং তাদের ক্যাপাসিটি তৈরী করা।

- আদিবাসী জনগোষ্ঠীর জন্য হালনাগাদ তথ্য সরবরাহ করা বিশেষ করে সরকারি-বেসরকারি সেবাসমূহ সম্পর্কে সঠিক তথ্য প্রদান অন্যতম উদ্যোগ হতে পারে।